তারিখঃ ০১ মার্চ, ২০২৬।

বরাবর
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, পতিত স্বৈরাচার আওয়ামীলীগের দোসর, জ্বালানি তেল সেক্টরে সিন্ডিকেট মাফিদারের সর্দার ও জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর বিভিন্ন অপকর্মের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিপিসি'র মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে জ্বালানি জেল নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন রুলস- ১৯৭৬ এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন চাকুরি প্রবিধানমালা-১৯৮৯ এর বিধিমালা অনুযায়ী বিপিসি'তে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করার বিধান থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিপিসি কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বের কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রবিধানমালা লঙ্ঘন করে কিছু কিছু কর্মকর্তাদের পদোন্নতিসহ নিয়োগ প্রদান করে আসছে। যাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের পিএস জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ অন্যতম।

❖ **পিএস মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর নিয়োগ ও বদলীর ইতিহাসঃ**

জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর নিয়োগটাই একটা প্রবল ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মাধ্যমে হওয়ায় তাঁকে আর কেউ ধরার এবং বলার সাহস পাইনি। তিনি বিপিসিতে ২০১৯ সালের ক্ষমতাধর স্বৈরাচার আওয়ামীলীগের ও তাঁর নিজ জন্মভূমি বরিশালের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সামছুর রহমানের মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করেন। **উক্ত চেয়ারম্যানের একমাত্র মেয়েকে টিউশনি করার সুবাধে** তাঁর কপাল খুলে যায় আর সেই সুযোগে লুফে নেন বিপিসি'র উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) পদে সোনার চাকরি। যেখানে বিপিসি'র প্রবিধানমালা এবং নিজ জেলা বরিশালের ঝালকাঠী জেলার সদর উপজেলার দিবাকরকাঠী গ্রামে হওয়া সত্ত্বেও পরিচয় গোপন করে ঢাকা জেলার কোটা দিয়ে চাকরি নেন। উল্লেখ্য যে, জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর শ্বশুর স্বৈরাচার আওয়ামীলীগের রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এর পিএস ছিলেন। সেই সুবাধে পিএস পদে কি কি মজা তা আগে থেকেই জানতে বলে বিপিসি'র প্রবিধানমালাকে বৃদ্ধা আঙুলি দেখিয়ে সহকারী ব্যবস্থাপক/পিএস পদ উপ-ব্যবস্থাপ পদের নিচের পদ হওয়া সত্ত্বেও মধু খাওয়ার জন্য সেই পদ দখল করে আছেন বছরের পর বছর **(সংযুক্তি-০১)**। জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ শুধু স্বৈরাচার আওয়ামীলীগের সাথে থেকে শুধু সুবিধা নেন নাই, বিপিসি'র চাকরি ক্ষেত্রেও আওয়ামীলীগের ১০ নং নথুল্লাবাদ ইউনিয়ন শাখার প্রত্যয়নপত্র ব্যবহার করেছেন **(সংযুক্তি-০২)**। তাঁর রক্তে স্বৈরাচার আওয়ামীলীগের রক্ত থাকার প্রভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন মহলকে ম্যানেজ করে শত শত কোটি টাকার পাহাড় গড়েছেন তিনি। তিনি দীর্ঘদিন চেয়ারম্যানের পিএস থাকায় দুর্নীতির আতুঘর বানিয়ে অনৈতিকভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদ, স্বর্ণ, ঢাকার **বাসা নং- ০৫, রোড নং- ০৮, ব্লক- সি, সেকশন- ০৬ পল্লবী, মিরপুর**সহ কয়েকটি জায়গায় রয়েছে ফ্লাট, গ্রামে ডুপ্লেক্স বাড়ি, ঢাকার মিরপুরে ০২টি রেস্টুরেন্ট, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে শেয়ার হোল্ডারসহ নামে বেনামে করেছেন সম্পত্তি। তাঁর ক্ষমতার প্রখর এতোই যে, দুর্নীতির দায়ে তৎকালীন চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ পিএসকে বিপিসি'র সূত্র নং-২৮.০৩.০০০০.০১০.০২.০১২.২১/১১৩; তারিখ ০৩/১০/২০২১ এর অফিস আদেশ এর আলোকে বিপিসি'র প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম এ হিসাব বিভাগে বদলী করলেও একদিন পরই সেই অফিস আদেশ বাতিল করে মোঃ আহম্মদুল্লাহ স্বপদে থেকে যায় **(সংযুক্তি-০৩)**। যেখানে তিনি গাড়ির প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা না হয়েও বিপিসি'র চেয়ারম্যান এবং পরিচালকদের জিপ ও কার গাড়িগুলো ব্যবহার করেন ব্যক্তিগত ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে **(গাড়ি নাম্বার- 11-3262, ৯৬১৪)**।

চলমান পাতা-০২

তিনি এতটাই ভয়ঙ্কর যে, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাঁকে বদলিসহ চাকরি থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর অপকর্মের প্রতিবাদ করায় **চাকরি হারিয়েছেন বিপিসি'র ঢাকা রেস্ট হাউজের ইনচার্জ মোঃ শফিউল ইসলাম**। আর সেখানে দায়িত্ব দিয়েছেন বরিশালের মোঃ মনিরুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক, পিওপিএলসিকে।

❖ **বিপিসি'র ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস ও রেস্ট হাউজে বরিশালের একক কর্তৃত্ব নিম্নরূপঃ**

১. চেয়ারম্যানের পিএস মোঃ আহম্মদুল্লাহ;
২. ঢাকা অফিস ও রেস্ট হাউজের কেনাকাটাসহ সার্বিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ আশিক শাহরিয়ারকে;
৩. চেয়ারম্যান এর প্রটোকল অফিসার ও রেস্ট হাউজের ইনচার্জ মোঃ মনিরুজ্জামান;
৪. চেয়ারম্যানের পিএ হিসেবে রয়েছে নুসরাত ইসলাম;
৫. পরিচালক অপারেশন্স ও পরিকল্পনার পিএ হিসেবে রয়েছে বদরুননেসা;
৬. ঢাকা অফিসের কেয়ারটেকার নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ রাকিব মিয়া;
৭. ঢাকা অফিসের রিসেপশনিস্ট ইব্রাহিম;
৮. পিএস এর গাড়িচালক মোঃ মনির;
৯. চেয়ারম্যানের গাড়িচালক মোঃ রাসেল;
১০. রেস্ট হাউজে রয়েছে মাহমুদ, শাহজাহান, আনোয়ার, শাহাদাত;

আর এভাবেই তিনি বিপিসি'র ঢাকা রেস্ট হাউজ, বিপিসি'র লিয়াজোঁ অফিসসহ বিপিসির অধীনস্থ কোম্পানির ডিপোতে আত্মীয়-স্বজনসহ প্রতিবেশিদের চাকরি দিয়ে সব কিছু রেখেছেন তাঁর তত্ত্বাবধানে। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, বিপিসি'র লিয়াজোঁ অফিসে স্থায়ী ও অস্থায়ী সবস্তরের লোকদের রেখেছেন তাঁর অঞ্চল বরিশালের, যাতে তাঁর অন্ধকার সাম্রাজ্যে কেউ ব্যাঘাত করতে না পারে। **একটি উদাহরণ হচ্ছে, পিএস এর ফুফাতো ভাই মোঃ মিরাজ রয়েছে পদ্মা অয়েল পিএলসি'র বরিশাল বার্জ ডিপোতে।**

❖ **পিএস মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর ক্যাশিয়ার ও বিপিসি'র অথর্ব কর্মকর্তা মোঃ আশিক শাহরিয়ারের তথ্যাদিঃ**

পিএস জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর পিএস ও ক্যাশিয়ার হিসেবে বিপিসি'র ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসে রেখেছেন অথর্ব উপ-ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আশিক শাহরিয়ারকে। আশিক শাহরিয়ার পিএস আহম্মদুল্লাহ এর মতো নিজ জেলা বরিশাল হওয়া সত্ত্বেও একই নিয়োগে ও নিয়মে ঢাকা জেলার কোটা নিয়ে বিপিসিতে যোগদান করে। আশিক শাহরিয়ার এতটাই অথর্ব কর্মকর্তা যে, তৎকালীন চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ তাঁর অযোগ্যতার কারণে এসিআর এ কম নম্বর দেন বলে তাঁকে পদোন্নতি দিতে রাজি হয়নি, কিন্তু পিএস আহম্মদুল্লাহ অযোগ্যকে যোগ্য করে ০৩ বছর ১৭ দিনে পদোন্নতি দেন। প্রকৃতপক্ষে আশিক শাহরিয়ার এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডিপো ও পার্টির কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করে থাকে। এছাড়াও আশিক শাহরিয়ার পিএস এর ক্যাশিয়ার হওয়ায় বিপিসি'র দু-এক জন পরিচালক এর অবৈধ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। তিনি বিভিন্ন পার্টি থেকে চেয়ারম্যানের নাম ভাঙ্গিয়ে বিপুল অর্থ আদায় ও রেস্ট হাউজের নামে বেনামে ভুয়া বিল বানিয়ে পদ্মার সহকারী ম্যানেজার জনাব মনিরুজ্জামান ও পদ্মা অয়েল কোম্পানির ঢাকার (ডিজিএম) জনাব এম এম মজিবুর রহমান এর মাধ্যমে বিল উঠিয়ে অর্থ ভাগাভাগি করে নেন। তিনি অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গাড়ি ব্যবহারসহ বিপিসির টেন্ডার বাণিজ্য, বদলি বাণিজ্য, প্রমোশন বাণিজ্য এর সঙ্গেও জড়িত। তিনি বসুন্ধরা ও এস আলম গ্রুপ থেকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিটুমিন, ডিজেল এর মত পণ্য আমদানির অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিপিসির পিএস জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর নামে বিগত দিনেও দুদকের অভিযোগ থাকাকালীন সময় উপর মহলকে ম্যানেজ করে সে প্রমোশনের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র নেন। আর তাই তিনি তাঁর ক্ষমতাকে দাম্ভোক্তির মাধ্যমে বলে জ্বালানি বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন তাঁর পকেটে।

❖ **পিএস আহম্মদুল্লাহ্ এর বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সচিত্র প্রতিবেদনঃ**

জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানির কর্মকর্তাদের থেকে মোটা অংকের মাসোহারা নিয়ে পদোন্নতি, বদলী, তদন্ত রিপোর্টে জালিয়াতি করে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতি করেছে। এছাড়া, তিনি কোম্পানিসমূহের বার্ষিক ৫% মুনাফার অনুমোদনের ক্ষেত্রে মোটা অংকের আর্থিক লেনদেন গ্রহণ করেন।

চলমান পাতা-০৩

তিনি কোম্পানিসমূহের ডিপোসমূহের ইনচার্জকে বদলী ও হুমকি প্রদানের মাধ্যমে মাসভিত্তিক মাসোহারা গ্রহণ করে। তিনি বিপিসি'র যাবতীয় আপ্যায়ন, স্টেশনারী, কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, প্রিন্টার, টোনারের কালি, অফিসের যাবতীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জয় পাহাড় এস্টেট ও বাংলোর যাবতীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের নামে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বিপিসি'র আর্থিক ক্ষতি করে নিজের পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা কমিশন বাণিজ্য করে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে গেছেন। এই রকম অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটি হলো, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আপ্যায়ন বিল, টিএ/ডিএ বিল, জ্বালানি বিলবাবদ বিপিসি থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন ৫,৫৯,৯৫১ টাকা **(সংযুক্তি-০৪)**। তিনি বিপিসি'র কিছু কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যোগসাজশে তাঁদের পছন্দমত প্রতিষ্ঠান হতে সমস্ত ক্রয় ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে কাজ দিয়ে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। এছাড়াও বিপিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আমিন উল আহসানকে খুঁশি করার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে চাকরি দেওয়ার নামে এক প্রার্থীর কাছ থেকে ০২টি এসি ২,৫০,০০০ টাকাও গ্রহণ করেছেন **(সংযুক্তি-০৫)**।

- জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ পিএস হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে বিপিসি'র সব নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দুর্নীতি ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ২০২১ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিপিসি'র সকল নিয়োগ-বাণিজ্য বিপিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভয়ে দেখিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে ম্যানেজ করে নিয়োগকৃত থেকে মোটা অংকের মাধ্যমে বিপিসি'তে চাকরি প্রদান করেন। অর্থের বিনিময়ে তাঁর মতো ভুয়া ঠিকানায় বিপিসি'তে নিয়োগ দেন বার্তা বাহক শাওনকে। পরবর্তীতে এটি জানাজানি হওয়ায় তৎকালীন পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ) খালেদ আহম্মেদ এর তদন্ত রিপোর্টে ভুয়া ঠিকানায় নিয়োগ ও দুর্নীতির সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় তৎকালীন বিপিসি'র চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ নিয়োগ কমিটিকে প্রথমবারের মতো ক্ষমা করে **(সংযুক্তি-০৬)**।
- জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ অনেক চতুর হওয়ায় বিপিসি'তে যোগদান করে বিপিসি'র আর্থিক হিসাবের যাবতীয় দেখাশোনা করতেন। বিপিসি'র ব্যাংক হিসাবের এফডিআর ও এসএনডি হিসাবে তাঁর পছন্দনীয় ব্যাংকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের থেকে মোটা অংকের মাসোহারা নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাঁতিয়ে নিয়েছেন। তিনি তাঁর পরিবার ও আত্নীয়-স্বজনকে বিভিন্ন ব্যাংকে চাকরি দিয়ে ব্যাংকসমূহকে এফডিআর ও এসএনডি হিসাবে বিপিসি'র কোটি কোটি টাকা জমা রাখতেন। তিনি বিগত স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের একনিষ্ঠ এস. আলম এর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাধে তিনি এস. আলম এর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহে হতে পিএস পদের ক্ষমতা ব্যবহার করে মোটা অংশের মাসোহারা নিয়ে এস আলম গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহে বিপিসি'র হাজার হাজার কোটি টাকা এসএনডি ও এফডিআর হিসাবে জমা করেছিল। বর্তমানে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের পতনের দীর্ঘ ০১ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এস আলম গ্রুপের ব্যাংকের এসএনডি ও এফডিআর হিসাবে সর্বশেষ জমাকৃত প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা বিপিসি এখনো তুলতে পারেনি **(সংযুক্তি-০৭)**। এবি ব্যাংকের মতো দুর্বল ও বেসরকারি ব্যাংকে এলসি'র অতিরিক্ত অর্থ জমা রেখে মোটা অংকের আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছে। এছাড়া তিনি বেসরকারি রিফাইনারীগুলো থেকে মোটা অংকের মাসোহারা গ্রহণসহ আত্নীয়-স্বজনকে চাকরি দিয়েছে। জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ সময়ে সময়ে এসপিএম প্রকল্প, ঢাকা-চট্টগ্রাম পাইপলাইন প্রকল্প, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পসহ বিপিসি'র চলমান প্রকল্প হতে মোটা অংকের কমিশন বাণিজ্য, প্রকল্পের জন্য শতাদিক শ্রমিক কর্মচারী এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগে লক্ষ লক্ষ টাকা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছে। তিনি বিপিসি'র অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানি থেকে গাড়িসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাও ভোগ করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি তাঁর সকল দুর্নীতির অবৈধ অর্থ দিয়ে নিজ, স্ত্রী, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের নামে ঢাকা ও নিজ গ্রামে জায়গা, ফ্ল্যাট ক্রয়সহ ব্যাংকে কোটি কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ও এফডিআর হিসাবে জমা করছেন।তিনি বিপিসি'র একমাত্র রিফাইনারী ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) এর যন্ত্রাংশ ক্রয় এর নামে প্রতি বছরে ৭০-৭৫ টি এ্যালোকেশন অনুমোদন দিয়ে প্রতি বছর বিপিসি হতে শত কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়, আর সেখানে তিনি মোটা অংকের মাসোহারা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ইআরএল এর প্রসেসিং ফি হতেও মোটা অংকের মাসোহারা গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ এর এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে **দুর্নীতি দমন কমিশন এর স্মারক নং-০০.০১.২৬০০.৬০৩.০১.০০৮.২৪/১১২৮৭; তারিখ: ২০/০৩/২০২৪ এর আলোকে দুদক এর প্রধান কার্যালয় থেকে অভিযোগ অনুসন্ধানের কথা থাকলেও সেটা সময় ক্ষেপন করে আলোর মুখ দেখতে দিচ্ছেন না।**

চলমান পাতা-০৪

দুদক তাঁর সম্পদ বিবরণী ফরম এর ক্রমিক নম্বর ০০৬৮১৭ পূরণকরতঃ দাখিল করতে বলা হলেও গত ২২/০১/২০২৬ খ্রি. তারিখে সম্পদ বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেন (সংযুক্তি-০৮)। জানা যায় পরবর্তীতে তিনি তাঁর হাজার কোটি টাকা সম্পদের হিসাব সমন্বয় করার জন্য কয়েকজন উচ্চপ্রদস্থ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেন। একজন মানুষের কত টাকা বা সম্পদ থাকলে ০৫/০৮/২০১৯ তারিখের অভিযোগের সম্পদ বিবরণী দিতে ০৬ বছর ০৬ মাস ১৯ দিন লাগে সেটাই আপনার কাছে জাতির প্রশ্ন...? জনাব আহম্মদুল্লাহ্ গত ২৪/০২/২০২৬ তারিখে সম্পদ বিবরণীর ফরম এর ক্রমিক নম্বর ০০৬৮১৭ এর সঙ্গে সংযুক্ত অতিরিক্ত কাগজে কম্পিউটারে কম্পোজকৃত সম্পদ বিবরণী সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করেন **(সংযুক্তি-০৯)**। কারণ তিনি তৎকালীন স্বৈরাচার আওয়ামীলীগের মদদ পুস্ট হওয়ায় রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের টাকা এবং ক্ষমতার মাধ্যমে তা ম্যানেজ করেছেন। তাই বর্তমান বৈষম্যহীন বাংলাদেশে এমন স্বৈরাচারের স্থান বিপিসি'র অভিভাবক চেয়ারম্যান মহোদয় ও এতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকলে জ্বালানি সেক্টর ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। উল্লেখ্য যে, **সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ০৩ বছর অন্তর অন্তর বদলি থাকলেও তাঁকে ০৭ বছরের বেশি সময় হলেও কিসের ক্ষমতা বলে বদলি করা যাচ্ছে না?** বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানির সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জ্বালানি সেক্টরকে এই দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে আপনাদের একান্ত সহযোগিতা ও তাঁর বিচার কামনা করছি। **গত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয় বরাবর চিঠি প্রেরণ করা হলেও পিএস এর সিন্ডিকেট ও অদৃশ্য ক্ষমতার মাধ্যমে তা গায়েব ও ম্যানেজ গেছে। তাছাড়া দুদক কর্তৃক তার নিকট ২০১৯সালে সম্পদ বিবরণী চাওয়া হলেও তিনি নিয়মিতভাবে মাসোহারা প্রদান করে দীর্ঘদিন যাবত এ বিষয়টি বিলম্বিত করে সর্বশেষ ২৪-০২-২০২৬ তারিখে পরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত-১) বরাবর সম্পদ বিবরণী দাখিল করেছেন (সংযুক্তি-১০)।**

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জনাব মোঃ আহম্মদুল্লাহ্ এর নিয়োগে অনিয়ম এবং তেল সেক্টরে সিন্ডিকেটে মাফিদারের সর্দার হয়ে বিভিন্ন অপকর্মসহ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়নের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের বিরুদ্ধে উপরে উল্লেখিত দুর্নীতির অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয়ের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

বিপিসির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে

কে এম রিয়াজ রহমান
সাবেক পিএস টু চেয়ারম্যান বিপিসি
E-mail- mith.rahman49@gmail.com

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। মাননীয় সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় চেয়ারম্যান, দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
০৬। মাননীয় কমিশনার (তদন্ত), দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
০৭। বিভাগীয় পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়, সরকারি কার্যভবন-২, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪০০০।
০৮। বিভাগীয় পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
০৯। পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১০। পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১১। পরিচালক (বিপণন), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১২। সচিব, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।